যুগান্তর

তারিখ ... 31 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না চট্টগ্রামের অভিভাবকরা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

এখন তো চোরাগোপ্তা হামলা হয়। বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালে আতংকে থাকতে হয়, ঠিকমতো বাসায় ফিরতে পারবে তো? এসব দুশ্চিন্তায় বেশ কিছুদিন বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাইনি। ভাবলাম স্কুলে না যাওয়ায় বাচ্চা পিছিয়ে পড়েছে। তাই আজ (বৃহস্পতিবার) স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম সকালে। দুপুরে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে ককটেল হামলার মুখোমুখি হলাম। আর না; অবরোধ-সহিংসতা-নাশকতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাকে আর স্কুলে পাঠাব না। লেখাপড়ার আগে জীবন। ভীতি ও আতংকিত চেহারায় এসব কথা বলছিলেন প্রি-ক্যাডেট টেলেন্ট স্কুলের ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী জিসানের মা নওশীন লায়লা। তার মতো অনেক অভিভাবকেরই এখন এই দুশ্চিন্তা। তারা সন্তানদের ঘরেই রাখতে চান। স্কুলে পাঠিয়ে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চান না। বছরের শুরু থেকেই লাগাতার অবরোধের কারণে চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। পথে নামলেই সহিংসতার শিকার হওয়ার আশংকায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে যেতে দিচ্ছেন না। টানা অবরোধের মধ্যে অনিশ্চয়তা, সহিংসতা ও ভীতির মধ্যে চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০ দলীয় জোটের কর্মসূচিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রামের সব স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম বিপর্যস্ত। নতুন বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা যে আনন্দের সঙ্গে নতুন ক্লাস শুরু করেছিল তা অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই নগরীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, গাড়িতে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটছে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলে দেড় মাসের জন্য বন্ধ থাকবে বিদ্যালয়গুলো। সে ক্ষেত্রে সিলেবাস শেষ করা নিয়েও শংকায় রয়েছেন শিক্ষকরা। এরই মধ্যে এ-লেভেল, ও-লেভেলের পরীক্ষার্থীরা অন্য দেশ থেকে ছয় মাস পিছিয়ে পড়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।

বোমার ভয়

নগরীর জামালখান মোড়ে ২০০ গজের মধ্যে ৭টি স্কুল রয়েছে। স্বাভাবিক দিনগুলোতে এই মোড়ে দুপুরে প্রায় প্রতিদিনই যানজট লেগে থাকত। স্কুলের সামনে দুপুরে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভিড়ে রীতিমতো ব্যস্ত থাকে এই এলাকাটি। কিন্তু অবরোধ শুরুর পর থেকে দৃশ্য একেবারেই ভিন্ন। সন্তানরা চাইলেও অভিভাবকরা স্কুলে পাঠাতে চান না অনিশ্চয়তার কারণে। ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হাসনত জাহান জানান, প্রতিটি সময় ভীতি ও দুশ্চিন্তার মধ্য আছি এই ভেবে যে— স্কুলে আসতে বা স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে গিয়ে যদি কোনো শিক্ষার্থী নাশকতার কবলে পড়ে।